দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৬

24 2002

শামসুন্নাহার হলের প্রভোস্ট ড. সুলতানা শফির অপসারণের চেষ্টার প্রতিবাদে মঙ্গলবার হলের সাধারণ ছাত্রীরা বিক্ষোভ করে ভিসির কাছে যায়। এ সময় ভিসি অধ্যাপক আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী ছাত্রীদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখেন —সংবাদ

শামসুন্নাহার হল

ড. সুলতানা শফিকে সরানোর চেষ্টার প্রতিবাদে ছাত্রী বিক্ষোভ

বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুন্নাহার হলের প্রভোস্ট ড. সুলতানা শফিকে মেয়াদ পূর্তির আগে বিএনপিপন্থী শিক্ষক ও ছাত্রদল নেত্রীদের পদত্যাগের জন্য চাপ প্রয়োগের প্রতিবাদে হলের বিক্ষুব্ধ ২ শতাধিক ছাত্রী মঙ্গলবার টানা ২ ঘণ্টা বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্যের কার্যালয় ঘেরাও করে রাখে। ছাত্রীরা কর্তৃপক্ষের কাছে ড. শফিকে অপসারণের চেষ্টার সঙ্গে জড়িত ৫ আবাসিক শিক্ষকের পদত্যাগ ও বহিরাগত ছাত্রদল নেত্রীদের হল থেকে বের করে দেয়াসহ ৩ দফা দাবিতে উপাচার্যের কাছে স্মারকলিপি পেশ করে।

এ ঘটনার পর হল ও ক্যাম্পাসে ব্যাপক উত্তেজনা বিরাজ করছে। শামসুন্নাহার হলে প্রচুর পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। হল সূত্রে জানা যায়, বিএনপিপন্থী আবাসিক শিক্ষকদের উস্কানিতে ছাত্রদল নেত্রীরা সকালে প্রভোস্টের কক্ষে তালা লাগিয়ে দেয়ার পরপরই সাধারণ ছাত্রীদের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

জানা যায়, বিএনপিপন্থী আবাসিক শিক্ষকরা ড. সুলতানা শফির পদত্যাগের দাবিতে ১৪ই জুলাই থেকে কর্মবিরতি পালন করে আসছে। শিক্ষকদের প্রত্যক্ষ সমর্থনে ছাত্রদল নেত্রীরা কয়েকদিন ধরে শামসুন্নাহার হল প্রভোস্টের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক অনিয়মের অভিযোগ এনে ক্যাম্পাসে খোলা চিঠি বিতরণ করে আসছে। গতকাল এসব শিক্ষককের উস্কানিতে ছাত্রদল নেত্রী লুসি, শান্তা, মেরিনসহ কয়েকজন কর্মী সকাল ১১টায় প্রভোস্ট কক্ষে তালা লাগিয়ে দেয়। এ সময় ড. শফি হলে ছিলেন না। প্রভোস্ট কক্ষে তালা দেয়ার খবর শোনার সঙ্গে সঙ্গে হলের ছাত্রীরা ক্ষুব্ধ হয়ে ছুটে এসে দরজা ভেঙে ছাত্রী ঃ পৃঃ ২ কঃ ১

ছাত্রী ঃ বিক্ষোভ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ভেতরে প্রবেশ করে। এ সময় শিক্ষক ও ছাত্রদল নেত্রীরা দ্রুত হল ত্যাগ করে উপাচার্য কার্যালয়ে চলে যান। ঘটনার পর সাংবাদিকরা হলে প্রবেশ করতে গেলে মার্কেটিংয়ের ছাত্রী সোনিয়া তাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে। ২ শতাধিক ছাত্রী হল থেকে বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে উপাচার্য কার্যালয় অভিমুখে যাত্রা করে। দুপুর ১টা থেকে ৩টা পর্যন্ত ছাত্রীরা কার্যালয় ঘেরাও করে রাখে। বাইরে ছাত্রীরা বিক্ষোভে করতে থাকে। ছাত্রীদের দেখা করার জন্য উপাচার্য ভেতরে ডাকলে তারা উপাচার্যকে বাইরে আসতে অনুরোধ করে। এক পর্যায়ে উপাচার্য অধ্যাপক আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী বাইরে এসে ছাত্রীদের উদ্দেশে বলেন, তার মেয়াদ তো এখনও আছে। তোমরা আন্দোলন করছ কেন। ছাত্রীরা এ সময় মেয়াদশেষে ড. শফিকে পুনরায় নিয়োগ দেয়া, তার অপসারণের চেষ্টার সঙ্গে জড়িত ৫ আবাসিক শিক্ষকের পদত্যাগ ও বহিরাগত ছাত্র নেত্রীদের হল থেকে বের করে দেয়া এবং তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার দাবি জানায়। উপাচার্য ছাত্রদল নেত্রীদের হল ত্যাগের জন্য শিক্ষকদের ব্যবস্থা নিতে বলার পর ছাত্রীরা ঘটনাস্থল ত্যাগ করে।

বিএনপিন্থী শিক্ষকরা তাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, আমাদের কাছে প্রভোস্টের কক্ষের চাবি ছিল না। সুতরাং তার কক্ষে তালা দেয়ার প্রশ্নই আসে না। ড. শফি নিজেই ছাত্রীদের উস্কানি দিয়ে তালাবদ্ধ করে ও এদের দিয়ে দরজা ভেঙে পদে থাকার জন্য এ চক্রান্ত করেছেন।' ছাত্রীরা যেসব শিক্ষকের পদত্যাগের দাবি করেছে তারা হলেন- আবাসিক শিক্ষিকা দিল আফরোজ খানম, সৈয়দা মমতাজ শিরিন, সাঈদা গাফফার খালেক, ফরিদা বেগম ও ডলি।

এ ব্যাপারে ড. সুলতানা শফির সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি বলেন, আমি কোন অনিয়ম বা দুর্নীতি করিনি। তাই আমাকে বরখাস্ত করা হোক; কিন্তু পদত্যাগ করব না। জানা গেছে, আগামী ১৫ই সেপ্টেম্বর তার মেয়াদ শেষ হবে।